HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০১ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি
টপিক ০২: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৩: বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি
টপিক ০৪: বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
টপিক ০৫: বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের তুলনা
টপিক ০৬: বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি
টপিক ০৭: বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ ও শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি
টপিক ০৮: শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি
টপিক ০৯: বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা
টপিক ১০: বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ
টপিক ১১: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১২: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

মানবসভ্যতার প্রাচীনতম সমাজব্যবস্থা হলো গ্রামীণ সমাজ। বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। এদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা দেওয়ার পূর্বে গ্রামীণ সমাজ প্রত্যয়টি সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাম হলো একটি ছোট অঞ্চল যেখানে কিছুসংখ্যক মানুষের বসতি এবং যাদের মূল পেশা হলো কৃষি। আর এ গ্রামকে ঘিরেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজের মানুষেরা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতিতে অভ্যস্ত। ফলে গ্রামীণ সমাজকে সনাতনী সমাজও বলা হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজের ধারণা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন-

সমাজবিজ্ঞানী কুলির মতে, "অন্তরঙ্গ জীবনযাত্রার ফলে গ্রামীণ সম্প্রদায় একটা মুখ্য গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।"

সমাজবিজ্ঞানী কোলব ও ব্রুনার পল্লি অঞ্চলকে একটি পাড়া-প্রতিবেশী বলে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই পাড়া-প্রতিবেশী মূলত কৃষিজীবী বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞানী স্যান্ডারসন তাঁর 'The Rural Community' নামক গ্রন্থে বলেন, বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে ও অসংখ্য বাস্তুভিটা নিয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে ওঠে, যাতে গ্রামের সকল অধিবাসীর একটা অভিন্ন জীবনযাত্রা লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, গ্রাম যেন একটি সমবায় সংগঠন, যার মাধ্যমে তার সকল সদস্যের সামাজিক সম্পর্ক রক্ষিত এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন হয়।
তিনি তিনটি প্রধান গ্রামের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো-

১. ক্ষুদ্র পল্লি (Micro village) → ৫০০ জনের কম লোকের বাস।
২. মাঝারি পল্লি (Meso village) → ৫০০ থেকে ১২০০ জন লোকের বাস।
৩. বৃহৎ পল্লি (Macro village) → ১২০০ থেকে ২৫০০ জন লোকের বাস।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

লোমিস ও বিগল তাদের 'Rural Social System' গ্রন্থে গ্রামের সংজ্ঞায় বলেন, "গ্রাম হচ্ছে কৃষিনির্ভর জনবসতি, যেখানে কৃষকরা চাষযোগ্য জমি পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করে।"

উপরিউক্ত মতামতগুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে সকল বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তিই হলো এ গ্রামীণ সমাজ। অতীতে এ দেশের গ্রামীণ সমাজ ছিল প্রাচুর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। তবে দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে চলমান ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ ও বঞ্চনায় বাংলাদেশের গ্রামগুলো শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। দারিদ্র্যই এখন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সাধারণ চিত্র। গ্রামীণ সমাজে সময়ের ধারাবাহিকতায় একদিকে যেমন ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়েছে অন্যদিকে তেমনি জোতদার শ্রেণির প্রসার ঘটেছে। ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সামাজিক বৈষম্য বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গ্রামের ভূমিহীন কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, সম্বলহীন নারী সম্যজ এ মহাজন ও জোতদারদের আধিপত্য থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের চিত্র হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চিত্র। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশই গ্রাম। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে আগে গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০২ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি নির্ণয়ে উক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য, পরিচয় বা স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। গ্রামের পেশাগত অবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশের ভিত্তিতেই এসব বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করলেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। নিচে এ সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য আলোচিত হলো-

১. কৃষিভিত্তিক পেশা ব্যবস্থা: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো কৃষিনির্ভর অর্থনীতি। তাই বলা যায় এ সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠী নানা পেশায় নিয়োজিত থাকলেও কৃষিই তাদের প্রধান পেশা। কৃষিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের প্রায় ৮৪ শতাংশ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

২. পরিবার ব্যবস্থা: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবার ব্যবস্থা এখনও যৌথভিত্তিক। কৃষিভিত্তিক জীবনব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত পরিবারের সকল সদস্য মিলেমিশে কৃষিকাজে অংশ নেয়। তাই কাজের খাতিরে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এখনও যৌথ পরিবার বেশি দেখা যায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৩. গ্রামীণ জনসংখ্যা: বিশ্ব ব্যাংকের ২০১২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭১.৯০ ভাগ গ্রামীণ জনসংখ্যা বলে জানা যায়। বর্তমানে শহরায়নের প্রভাবে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের জনসংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

৪. শিক্ষার হার বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও অত্যন্ত অপ্রতুল। গ্রামীণ সমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি। এখানেও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব লক্ষণীয়।

৫. সামাজিক মর্যাদা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে সামাজিক মর্যাদা আরোপিত। বংশগতভাবে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হওয়ায় এখানে সামাজিক মর্যাদা সাধারণত স্থায়ী হয়। যোগ্যতা না থাকলেও শুধু পারিবারিক প্রভাবেই অনেক সময় সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

৬. সামাজিক নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে লোকাচার ও লোকরীতি অত্যন্ত শক্তিশালী সামাজিক নিয়ন্ত্রক। গ্রামীণ সমাজের মানুষেরা ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আদর্শ দ্বারা নিজেদের পরিচালনা করে থাকে। তাই তারা উন্নত ও নৈতিক গুণাবলির অধিকারী হয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৭. সামাজিক গতিশীলতা: বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের গতিশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। গ্রামীণ সমাজের মানুষেরা তাদের ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষী ভাবনার প্রসার সেভাবে না হওয়ায় তাদের সমাজজীবনেও গতিশীলতা ধীরগতিতেই আসে।

৮. সামাজিক স্তরবিন্যাস বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে তিন শ্রেণির লোকের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। জোতদার, ধনী গ্রাম্য মাতবর, সম্পদশালী ব্যক্তিরা হলেন উচ্চবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত। স্বল্প জমির মালিক, গ্রাম্য ডাক্তার, ধর্মযাজক, স্কুল শিক্ষক, উকিল- এরা হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির এবং ভূমিহীন কৃষক হলেন নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

০৯. প্রথাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি: গ্রামীণ সমাজের মানুষের মধ্যে গতানুগতিক ও প্রথাবদ্ধ চিন্তাধারা লক্ষ করা যায়। ফলে তারা অন্ধ ও আবেগপূর্ণ ধারণাই পোষণ করে। বাস্তববাদী চিন্তাভাবনার প্রভাব তাদের মধ্যে সেভাবে লক্ষ করা যায় না। এ কারণেই তাদের প্রাচীনপন্থি ও গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় না।

১০. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত মানুষদের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত জোরালো। পরিবারের পাশাপাশি গোটা গ্রামীণ সমাজের সদস্যদের মধ্যেই আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রামীণ সমাজে বসবাসরত মানুষদের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার এক অকৃত্রিম বন্ধন লক্ষ করা যায় যা শহরবাসীর মধ্যে বিরল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জ্ঞাতিসম্পর্কের জন্যই গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্য ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

১১. চিত্তবিনোদনের উপায় বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে চিত্তবিনোদনের তেমন সুযোগ নেই। যাত্রা, নাটক, জারিগান, নৌকাবাইচ ইত্যাদি তাদের বিনোদন দান করে। তবে বর্তমানে অধিকাংশ গ্রামেই টিভি, রেডিও বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও ঈদ, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব গ্রামীণ সমাজে বিনোদনের খোরাক যোগায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৩ বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞানী মুনরো শহরের সংজ্ঞায় যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো- বিরাট, জনগোষ্ঠী, স্বল্প পরিসরে অসংখ্য জনসাধারণের বাস, মিউনিসিপ্যালিটি, স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক সরকার, বিবিধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সমস্যাসংকুল মানুষের সদা ব্যস্ত জীবন ইত্যাদি। এ কারণেই শহর সম্পর্কে বলা হয়, "Urban community is the place of developed areas of large habitation."

ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতে, 'আয়তনের দিক থেকে বৃহৎ একটি স্থানকে নগর বলা যায়, যার নিজস্ব কৃষি উৎপাদন নেই, নিজে শিল্পপণ্য দ্বারা বা ট্যাক্সের মাধ্যমে আমদানির মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী এ. কুইন তার 'Urban Sociology' গ্রন্থে নগর বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন, যার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর পেশাগত বৈচিত্র্য থাকবে এবং তারা হবে অকৃষিজীবী। শেরপুরে মহামার

অগবার্ন ও নিমকফ তাদের 'A Handbook of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "শহর হলো বৃহৎ জনসম্প্রদায়।"

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

অগবার্ন ও নিমকফ তাদের 'A Handbook of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "শহর হলো বৃহৎ জনসম্প্রদায়।" জাতিসংঘ (U.N.) কর্তৃক সম্পাদিত আদমশুমারির প্রেক্ষিতে শহরাঞ্চলে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তা হলো- ন্যূনতম নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের বসবাস, মোট অধিবাসীদের মধ্যে ন্যূনতম নির্দিষ্ট অনুপাতের অধিক ব্যক্তিবর্গের অকৃষিমূলক পেশা, জেলা, মহকুমা প্রভৃতির প্রশাসনিক কার্যালয়, পৌর প্রশাসনের অস্তিত্ব, পানীয় জল সরবরাহ, উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট আলোকিত করার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি। অতএব, উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শহুরে সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তা হলো-

সীমিত এলাকার ঘনবসতি।
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত জনসমষ্টি।
স্থানীয় বা নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা।
নানা ধরনের পেশাজীবী শ্রেণির সমাবেশ।
অকৃষিজ পেশা।
বিশেষ ধরনের জীবন পদ্ধতি।
জাঁকজমকপূর্ণ আবাসস্থল।

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ধারণা ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের শহুরে সমাজও এসব বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। সময়ের চাহিদার পরিবর্তনে বাংলাদেশে গ্রামের পাশাপাশি শহুরে সমাজের বিকাশ ঘটেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোনো এলাকায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার জনগণ থাকলে তাকে নগর বলা যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের তুলনায় শহুরে সমাজ অনেক অগ্রসর। এখানে মানুষ নানা ধরনের পেশায় জড়িত। তাদের জীবন প্রণালি বৈচিত্র্যময় এবং তারা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদপুষ্ট। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বর্তমানে শহরে বাস করছে।

গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশে এখন শহুরে সমাজ এক বিরাট অংশ। বাংলাদেশের শহুরে সমাজ গ্রামীণ সমাজ থেকে অনেক ভিন্ন। এখানকার জনগণের জীবনযাত্রা যান্ত্রিক ও দ্রুত পরিবর্তনশীল। তবে জীবিকার তাগিদে এখন বাংলাদেশের মানুষ গ্রাম থেকে ক্রমেই শহরমুখী হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের শহুরে সমাজ ক্রমেই বৃহৎ হচ্ছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশে শহুরে সমাজের উপস্থিতি উপেক্ষা করার মতো নয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৪ বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের শহুরে সমাজ গ্রামীণ সমাজ থেকে আলাদা। বাংলাদেশের শহুরে সমাজে বসবাসরত মানুষদের জীবন অত্যন্ত যান্ত্রিক এবং গতিশীল। প্রাকৃতিক কাঠামো, জীবনব্যবস্থা, চিন্তাচেতনা সবদিক দিয়েই বাংলাদেশের শহুরে সমাজ আধুনিকতার আশীর্বাদপুষ্ট। বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি নির্ণয়ে যেসব বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনাযোগ্য সেগুলো নিচে উপস্থাপিত হলো-

১. বহুমুখী পেশার উপস্থিতি বাংলাদেশের শহুরে সমাজে নানা ধরনের পেশাজীবী মানুষের বসবাস লক্ষ করা যায়। এখানে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অধিকাংশ মানুষ এখানে বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠানে, চাকরি, বাণিজ্য ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত।

২. প্রাকৃতিক কাঠামো নগরের অবস্থান উঁচুতে এবং সীমিত এলাকা জুড়ে এর বিস্তৃতি। বাংলাদেশের শহরের রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত ও উন্নত। এখানে বড় বড় অট্টালিকার সারি ও যানবাহনের আধিক্যও লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের শহুরে সমাজের ভিত্তি হলো শিল্পকারখানা। এখানে খোলামেলা জায়গার পরিমাণ খুব কম।

৩. জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের শহুরে সমাজে জনসংখ্যার ঘনত্ব গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। শহুরে সমাজের আয়তন বড় হলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব সে তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশের প্রধান শহরাঞ্চল হলো ৭টি। যথা-ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর। ২০১১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বরিশালে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬২৬ জন, চট্টগ্রামে ৮৪১ জন, ঢাকায় ১৫২৩ জন, খুলনায় ৭০৪ জন, রাজশাহীতে ১০১৫ জন, রংপুরে ৯৬০ জন এবং সিলেটে ৭৮০ জন। এর মধ্যে ঢাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং এজন্যই ঢাকা মেগাসিটি হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৪. পরিবার ব্যবস্থা: বাংলাদেশের শহুরে সমাজে অণু বা একক পরিবারের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শহুরে সমাজে যৌথ পরিবার কম দেখা যায়। যদিও কিছু যৌথ পরিবারের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে সেখানে নানা ধরনের আত্মীয়স্বজনও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যৌথ পরিবার ভাঙনের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কলকারখানার অগ্রগতি, শিক্ষার সম্প্রসারণ, আর্থিক অনটন ইত্যাদি।

৫. সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ধরন: বাংলাদেশের শহুরে সমাজ সাধারণত বৃহৎ এবং অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট। ফলে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ কম। শহরের মানুষেরা অত্যন্ত যান্ত্রিক ও কৃত্রিম প্রকৃতির হওয়ায় পারস্পরিক আলাপ তেমন হয় না। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক দূরত্ব লক্ষ করা যায়।

৬. সামাজিক গতিশীলতা বাংলাদেশের শহুরে সমাজে গতিশীলতা বেশি। কেননা এখানে পেশার বৈচিত্র্য, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বেশি হওয়ায় মানুষের জীবনে গতিশীলতা বিদ্যমান। শহরের মানুষেরা নানা ধরনের চাকরি, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকায় সামাজিক গতিশীলতাও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছে।

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৭. ধর্মীয় প্রভাব: বাংলাদেশের শহুরে মানুষের জীবনে ধর্মীয় প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ করা যায়। ধর্মকে তারা একটা আনুষ্ঠানিক বিষয় হিসেবে মনে করে। ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা ট্যাবু প্রথা এখানে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

৮. সামাজিক মর্যাদা বাংলাদেশের শহুরে সমাজে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় পেশার ভিত্তিতে। এখানে আরোপিত মর্যাদার চেয়ে অর্জিত মর্যাদার কদর বেশি। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব যোগ্যতা এবং যোগ্যতার মাধ্যমে সৃষ্ট অবস্থান বেশি প্রাধান্য পায়।

৯. সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা বাংলাদেশের শহুরে সমাজে বসবাসরত মানুষেরা অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। তাদের মধ্যে সংহতি কম দৃঢ়। তাদের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ মনমানসিকতাও অত্যন্ত কম। এখানে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কগুলো অনেকটা রীতিসিদ্ধ, কৃত্রিম ও আনুষ্ঠানিক হয়। এসব কারণেই বাংলাদেশের শহুরে সমাজে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের শহুরে সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১০. আবাসন ব্যবস্থা: বাংলাদেশের শহুরে সমাজে বৈচিত্র্যময় আবাসন ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের কারণে এখানে শ্রেণি পার্থক্য রয়েছে এবং এর প্রভাব আবাসন ব্যবস্থাতেও পড়ে। প্রত্যেক শ্রেণির আবাসন ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাধারণত বিভিন্ন শ্রেণির আবাসিক ব্যবস্থা এক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পুঞ্জীভূতভাবে গড়ে 'ওঠে। আবার নিম্নশ্রেণির মানুষের বসবাস বস্তি এলাকায়।

১১. প্রযুক্তির ব্যবহার: বাংলাদেশের শহুরে সমাজে প্রযুক্তির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বা কলাকৌশল বেশ জটিল হয়। নানা ধরনের কলকব্জা, যন্ত্রচালিত জিনিসপত্রের সংস্পর্শে আসায় নগরবাসীরা বেশি কৌশলী হয়ে ওঠে। এর ফলে তারা কাজকর্মে বেশ দ্রুততার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন: বাংলাদেশের শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি যেমন লক্ষণীয় তেমনি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বেশি। তবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের বিষয়টি অর্থের মাধ্যমেও বিচার্য। তাই সকল শ্রেণির মানুষ ব্যয়বহুল স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াতে সক্ষম হয় না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের তুলনা: আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের তুলনা: আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রাম ও শহরের ভিন্ন দুটি সত্তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গ্রাম ও শহর সমাজের অস্তিত্ব চোখে পড়ার মতো। শহর ও গ্রাম দুটি ভিন্ন প্রত্যয় যাদের মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় জীবনধারায়। এদের মধ্যে জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পেশা, ভিন্ন সংস্কার ও মূল্যবোধ ইত্যাদি নানা দিক দিয়েই ব্যবধান লক্ষ করা যায়। এগুলোর মধ্যে পেশা প্রধানরূপে প্রতিয়মান হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় সময়ের পরিবর্তনে এবং নানা প্রয়োজনের তাগিদে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুকূল থাকায় নগর জীবনের উদ্ভব ঘটেছে। গ্রাম ও শহরে বসবাসরত অধিবাসীদের জীবনপ্রণালির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পি. এ. সরোকিন ও সি. সি. জিমারম্যান তাঁদের 'Principles of Rural and Urban Sociology' গ্রন্থে শহর ও গ্রামের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে যেসব উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেগুলো হচ্ছে পেশা, জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব, সামাজিক গতিশীলতা, ব্যবধান ও সামাজিক স্তরবিন্যাস। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপনে আর্থসামাজিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ও শিক্ষা এ তিনটি বিষয়কে মানদণ্ড হিসেবে নেওয়া হলো। নিচে এগুলোর আলোচনা করা হলো-

গ্রাম সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা (Socio-Economic Condition of Rural Society)

আর্থসামাজিক অবস্থা হলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক অংশের সমন্বয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিভিন্ন নির্দেশক যেমন- আয়, ব্যয়, ঋণ, পেশা ইত্যাদি ধারা ও রূপ এবং সামাজিক বিভিন্ন নির্দেশক যেমন- বৈবাহিক ও পরিবারের ধরন, সন্তান সংখ্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক, মর্যাদা ইত্যাদির ওপর ফোকাস করা হয়।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা বেশ পৃথক। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় জমিকে কেন্দ্র করে। জমি হলো গ্রামের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ। বাংলাদেশের গ্রামের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। গ্রামসমাজে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের জন্য ৬০ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূমির মালিকানা, বিভিন্ন ধরনের স্বত্বাধিকার, চুক্তি কিংবা মজুরি, ঋণ এবং তার ব্যবহারই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে। অর্থাৎ খেতখামার, জমিজমাই বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। চাষাবাদ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি, যেমন-মৎস্য চাষ, পশুপালন ইত্যাদি তাদের প্রধান পেশা। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে বসবাসরত মানুষের একটি ক্ষুদ্রাংশই ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত রয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম।

তবে সময়ের ও চাহিদার পরিবর্তনে ইদানীং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক মানুষ শহরের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। তারা শহরে এসে নানামুখী পেশায় জড়িয়ে পড়ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষিতে দিন দিন শ্রমের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে এবং শ্রমিক নিয়োগের দরুন গ্রামের ধনী কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ও বেড়েছে। বাংলাদেশের মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৬৬ লাখ ৫৭ হাজার একর। এর মধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ১ লাখ ৯৪ হাজার একর। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের সর্বাধিক জনশক্তিকে কর্মে নিযুক্ত রেখে দেশের আয় বৃদ্ধিতে কৃষি একটি শক্তিশালী ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর যা গ্রামীণ সমাজের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তবে কৃষিতে যদি আধুনিকায়ন না ঘটে এবং যান্ত্রিক চাষাবাদের প্রচলন না ঘটে তবে বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়কে গ্রামে বেঁধে রাখা যাবে না। ফলশ্রুতিতে চাপ বাড়বে শহরের ওপর। তাই গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

শহর সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা (Socio-Economic Condition of Urban Society)

বাংলাদেশের শহর সমাজের অর্থনীতি অকৃষিজ পেশানির্ভর। পৃথিবীর অন্যান্য দোশর মতো বাংলাদেশের শহরবাসীরাও অকৃষিজ পেশায় নিয়োজিত। বাংলাদেশের শহরে ব্যবসায় বাণিজ্যিক কারখানা, ব্যাংক ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এ কারণেই বাংলাদেশের শহরে বসবাসরত মানুষদের আয়ের প্রধান উৎস চাকরি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের শহর সমাজে নানা অর্থনৈতিক পেশার লোকদের বসবাস লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের গ্রামের তুলনায় শহরের শ্রমবিভাগও বেশি লক্ষ করা যায় এবং পেশার বৈচিত্র্যও এখানে গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশের শহর সমাজের অর্থনৈতিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্পর্কের মাত্রাও অনেক বেশি। শহরবাসীরা গ্রামের অধিবাসীদের মতো নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্য নিজেরা উৎপাদন করে না। তারা টাকার বিনিময়ে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশের শহর সমাজে তাই কৃষিজীবীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। গ্রামের তুলনায় শহরের পেশার বৈচিত্র্য ও আয়ের তারতম্য বেশি বিধায় বাংলাদেশের শহর সমাজে নানা আর্থসামাজিক শ্রেণিও বিদ্যমান। এসব শ্রেণির মধ্যে রয়েছে- উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত।

তবে বাংলাদেশের নগর সমাজের একটি বিরাট অংশই নিম্নবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। শহরে বসবাসরত এবং বাইরে থেকে আসা জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ শিক্ষিত বেকার হিসেবে শহরে বসবাস করছে। চাকরিবিহীন অবস্থায় থাকা এ বিরাট জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের শহর সমাজের ওপর এক বিরাট চাপ সৃষ্টি করছে। তাই বাংলাদেশের শহুরে সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কর্মব্যস্ততা রয়েছে তেমনি রয়েছে হতাশাও। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উন্নত প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের উপযুক্ত স্থানই হলো বাংলাদেশের শহর সমাজ। নগরের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় তবে শহরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। আর শহরের উন্নয়ন বাংলাদেশের গ্রাম সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হবে। তাই বাংলাদেশের শহর সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্ত করার ব্যাপারে সকলের মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শহর সমাজের সামাজিক সম্পর্ক অনেকটাই যান্ত্রিক ও কৃত্রিম। এখানে বসবাসরত মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রভাব বিদ্যমান। পারস্পরিক সম্পর্কও এখানে পরোক্ষ এবং আনুষ্ঠানিক। শহর সমাজে জনসংখ্যার চাপ তুলনামূলকভাবে বেশি। নানাবিধ প্রয়োজনের তাগিদে শহরে বসবাসরত মানুষেরা একে অপরের সান্নিধ্যে আসে। প্রয়োজন শেষে কেউ আর কারও সাথে সেভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে আগ্রহী হয় না। ফলে তাদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কও তেমন জোরালো হয় না। শহরের মানুষের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ মনমানসিকতা খুবই কম। শহরের মানুষেরা প্রতিবেশীর প্রতি ততটা নির্ভরশীল নয়। শহর সমাজের সবাই সবার আত্মীয় নয়। তাদের মধ্যকার সংহতিও ততটা দৃঢ় নয়। একে অপরের সাথে তারা ততটা ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারে না। বাংলাদেশের শহর সমাজের অধিবাসীদের মধ্যে আন্তরিকতারও যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। নগরবাসীরা তুলনামূলকভাবে কম অনুভূতিসম্পন্ন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী। তাদের সামাজিক ঘনিষ্ঠতার ব্যাপ্তি বেশি হলেও - গভীরতা অনেক কম। এককথায় তাদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক কৃত্রিম ও গৌণ। বাংলাদেশের শহরবাসীর সামাজিক জীবনযাত্রায় বহির্বিশ্বের সমাজ ও সংস্কৃতিরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সমাজব্যবস্থা গ্রামের তুলনায় শহরে অনেকটাই শিথিল। এখানে কেউ কারও খবর রাখে না। নিয়মকানুন মেনে চলার ব্যাপারেও এখানে অনেক ছাড় দেওয়া হয়। নারীদের অবাধ স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ গ্রামের তুলনায় বাংলাদেশের শহর সমাজে বেশি লক্ষণীয়।

গ্রাম সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা (Cultural Fettles of Rural Society)

মানুষের জীবনপ্রণালি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধ্যানধারণা ইত্যাদি সবকিছুই তার সংস্কৃতির পরিচায়ক। আর এদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের মধ্যকার সাংস্কৃতিক প্রভেদ সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে, প্রাচীন গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ শহরের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। বস্তুগত উপাদানের দিক দিয়ে তুলনা করলে গ্রামের বাড়িঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সবকিছুই শহরের থেকে আলাদা। গ্রামে নির্মিত বাড়িঘরে শহরের বাড়িঘরের মতো আধুনিকতার ছাপ নেই। এখনও গ্রামে বাড়িঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে সেকেলের ছাপ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের মানুষদের পোশাক-পরিচ্ছদেও বাঙালিয়ানা ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অপরদিকে, অবস্তুগত সংস্কৃতি তথা বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা, চিত্তবিনোদনের মাধ্যম ইত্যাদিতেও রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে সংস্কৃতির চর্চা ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ বেশ কম। স্থানীয় খেলাধুলা, যাত্রা, জারিগান, পুঁথিপাঠ, যাত্রাপালা, নৌকাবাইচ, মেলা ইত্যাদিই বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিনোদনের প্রধান উৎস। এর পাশাপাশি কতিপয় ধর্মীয় উৎসব, যেমন- মুসলমানদের ঈদ, হিন্দুদের পূজা ইত্যাদি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনে বাড়তি আনন্দের খোরাক যোগায়। আবার পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি দেশীয় সংস্কৃতিকেও তারা লালন করে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এগুলো উদ্যাপন করে। এছাড়াও জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো যেমন- শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। বাংলাদেশের সমাজের অতীত ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদিও তাদের বিনোদনের মাধ্যম।

শহর সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা (Cultural Fettles of Urban Society)

শহরের সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র গ্রামের চেয়ে অনেক আলাদা। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন গ্রামবাংলার সংস্কৃতি বাংলাদেশের শহুরে সমাজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সাংস্কৃতিক উপাদান দুই ধরনের হয়ে থাকে যা পূর্বের আলোচনায় জানা যায়। এগুলো হলো- ১. বস্তুগত সংস্কৃতি ও ২. অবস্তুগত সংস্কৃতি। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদানের ক্ষেত্রেই আধুনিকতার ছাপ বিদ্যমান। শহরের বস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদান, যেমন- ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ধরন মোটেও গ্রামাঞ্চলের মতো নয়। শহরের উঁচু দালানকোঠা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দেখাই যায় না। এখানকার বাড়িঘরগুলো ইট, বালি, সিমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। গ্রামের কুঁড়েঘর বা মাটির ঘর শহরে নেই। শহরের প্রায় প্রতিটি বাসাতেই গ্যাসের সংযোগ রয়েছে। তাদের আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই অত্যাধুনিক। আধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদ শহরবাসী চোখ বন্ধ করে লুফে নিয়েছে। তাই বাংলাদেশের শহর সমাজের সংস্কৃতি অনেকটাই যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদও আধুনিক এবং অনেক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির প্রভাবান্বিত হতে দেখা যায়। অবস্তুগত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোও শহরে সমাজে গ্রাম থেকে অনেক আলাদা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের মতো শহুরে সমাজের চিন্তাচেতনা, চিত্তবিনোদনের ধরন সহজ-সরল ভাবনা সংশ্লিষ্ট নয়, বরং জটিল ভাবধারাপুষ্ট। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে চিত্তবিনোদনের সুযোগ কম থাকলেও শহর সমাজে এর অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। এখানে কেবল আনন্দ-উচ্ছ্বাস করার অজুহাত থাকা চাই।

বিদেশি খেলাধুলা, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, পাঠাগার, থিয়েটার, পার্ক ইত্যাদি শহরবাসীর বিনোদনের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের শহর সমাজের আনন্দ অনেকটাই কৃত্রিম। তারা টাকার বিনিময়ে বিনোদন খুঁজে নেয়। সেটা হতে পারে বৃহৎ শপিং মলে ঘুরে বেড়িয়ে, নয়তো সিনেমা হলে সিনেমা দেখে অথবা বাহারি খাবারের দোকানে ভিড় করে। তবে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এসবের সুযোগ নেই বললেই চলে। এগুলোর পাশাপাশি নানা ধরনের উৎসব তো রয়েছেই শহরবাসীর উপভোগের জন্য। ধর্মীয় অনুষ্ঠান- ঈদ, পূজা, বড় দিন, সার্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখ, চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা ফাল্গুন, জাতীয় উৎসব- শহিদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদির পাশাপাশি নানা ধরনের বিদেশি উৎসবও এখন পালন করে থাকে শহরবাসী। তবে বিদেশি উৎসব মুষ্টিমেয় অংশই পালন করে থাকে। শহরে বসবাসরত তরুণ-তরুণীদের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে বিদেশি সংস্কৃতি এখনও এভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

শহরবাসীর চিন্তাধারা গ্রামের মানুষের চিন্তাধারার মতো সহজ-সরল নয়। শহরের মানুষেরা একে অপরের সাথে কৃত্রিম সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাসী। ফলশ্রুতিতে তাদের ধ্যানধারণাও হয় কৃত্রিমতাপূর্ণ। তারা আবেগের বশবর্তী হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শহরবাসী হয় বাস্তববাদী এবং যৌক্তিক চিন্তাধারার অধিকারী। তারা প্রাচীনত্ব ও প্রথাগত নিয়মকানুনে বিশ্বাস করে না। বাংলাদেশের গ্রামের অধিবাসীদের মতো ধর্মীয় বিশ্বাস শহরবাসীর মধ্যে ততটা প্রবল নয়। তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কদাচিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণেও বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে ধর্মের প্রভাব কম পরিলক্ষিত হয়। নগরবাসীর চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, যুক্তি, বাস্তবতা আইনের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের সাংস্কৃতিক অবস্থা পর্যালোচনায় দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান, তবে সংস্কৃতি গতিশীল। তাই সময়ের পরিবর্তনে বাংলাদেশের শহর সমাজের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজেও প্রবেশ করছে।

গ্রাম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা (Education System of Rural Society)

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার হার বেশ কম। এদের মধ্যে গ্রামীণ মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থা গতিশীল। এখানকার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মক্তব-মাদ্রাসা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে আধুনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ কম। এখানে মানুষ ধর্মীয় শিক্ষায় বেশি শিক্ষিত হয়। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের ঝরে পড়ার হারও অনেক বেশি। আর্থিক সমস্যার দরুন গ্রামে শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী শিশুতে পরিণত হয়। তাদেরকে কৃষিসহ অন্যান্য কাজে লাগানো হয়। ফলে তারা অনেকেই স্কুলে গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও শহরের তুলনায় অনেক কম। গ্রামে বিশেষত মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার হার অত্যন্ত নিম্নমানের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এখনও অনেক পশ্চাৎপদ। গ্রামের লেখাপড়ার মান ততটা উন্নত না হওয়ায় যেকোনো ভালো পর্যায়ে যেতে বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে তাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়।

শহর সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা (Education System of Urban Society)

শহরের শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত এবং সুশৃঙ্খল। গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হলেও শহরের চিত্র একেবারেই ভিন্ন। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সাধারণত দুটি মাধ্যমে লেখাপড়া শিখতে দেখা যায়। এগুলো হলো- বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ মাধ্যম। ইংলিশ মাধ্যমে সাধারণত ধনী শ্রেণির ছেলেমেয়েদেরকেই বেশি পড়তে দেখা যায়। বাংলাদেশের গ্রামের তুলনায় শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেশি। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রামের তুলনায় শহরে অনেক উন্নততর। এছাড়াও শহরের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো এখানে ঝরে পড়ার হার কম। মেয়েদের শিক্ষার হার গ্রামের তুলনায় শহরে অনেক বেশি। কেননা গ্রামের পিতামাতার চেয়ে শহরের পিতামাতারা অধিক সচেতন।

আধুনিক স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার জন্য গ্রাম থেকে মানুষ শহরমুখী হয়। কেননা শহরেই রয়েছে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সুব্যবস্থা। পাঠভিত্তিক লেখাপড়ার পাশাপাশি শহরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে যা গ্রামে নেই। ফলে এখানকার শিক্ষার্থীরা বিকল্প পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থাও আয়ত্ত করতে পারে। শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান উন্নত হওয়ায় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এ কারণেই শহরের শিক্ষার্থীরা সহজেই যেকোনো ভালো অবস্থানে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৬ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

স্তরবিন্যাস ধারণাটি মৃত্তিকাবিজ্ঞান থেকে এসেছে। মাটির যেমন বিভিন্ন উঁচু-নিচু স্তর রয়েছে সমাজস্থ মানুষেরও তেমনি উঁচু-নিচু স্তর বিদ্যমান। তাই সমাজস্থ মানুষের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে সামাজিক স্তরবিন্যাস ধারণাটি ভূবিদ্যা বা মৃত্তিকাবিজ্ঞানের অনুকরণে সমাজতত্ত্ববিদগণ ব্যবহার করেন। তবে প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সামাজিক স্তরবিন্যাসের ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো মানব সমাজের স্তরবিন্যাস। এটি একটি চিরন্তন এবং সার্বজনীন সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন মানদণ্ডের আলোকে উচ্চ-নিচ পর্যায়ে বিভক্ত করাই হলো সামাজিক স্তরবিন্যাস। সামাজিক স্তরবিন্যাস দ্বারা সমাজের মর্যাদার বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসকে নানাজন নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

অগবার্ন এবং নিমকফ তাঁদের 'Sociology' গ্রন্থে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে 'Regulated inequality' বা 'নিয়ন্ত্রিত অসাম্য' বলে আখ্যা দিয়েছেন- যেখানে সামাজিক ভূমিকা ও কার্যাবলির ভিত্তিতে জনগোষ্ঠী উঁচু-নিচু স্তরে সংগঠিত। তাঁদের মতে স্তরবিন্যাস বা স্তরায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে মোটামুটি স্থায়িভাবে উঁচু-নিচু মর্যাদার ক্রমানুসারে সাজানো হয়।

অধ্যাপক পি. জিসবার্ট তাঁর 'Fundamentals of Sociology' গ্রন্থে বলেন, প্রাধান্য ও বশ্যতার ভিত্তিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্থায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণিতে সমাজের যে বিভাজন তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। মেরিল তাঁর 'Society and Culture' গ্রন্থে বলেন যে, ঐতিহ্য কোনো সমাজের অধিকাংশ সদস্যদের ইচ্ছা ছাড়াই এবং জ্ঞানের অজান্তেই সামাজিক স্তরবিন্যাস চাপিয়ে দেয়। সামাজিক স্তর বলতে সুযোগের অসম বণ্টন ব্যবস্থাকে বোঝায়। যার অর্থ সমাজের যা কিছু ভালো, সমাজের সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা ইত্যাদি কতিপয় গোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় বেশি মাত্রায় ভোগ করে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপস্থিতি রয়েছে। অন্য দেশের মতো বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপস্থিতি রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা উপস্থাপিত হলো-

গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাস (Stratification of Rural Society)

বাংলাদেশের গ্রামগুলো এক বৈচিত্র্যময় আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন করে পথ চলে। এখানে নানা রকম ধর্ম, পেশা ও মর্যাদার গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশের গ্রামগুলো ভূমি ও কৃষিনির্ভর। আর বাংলাদেশের সমাজকাঠামোও গ্রামকেন্দ্রিক। তাই গ্রামীণ সমাজকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গ্রামভেদে এ সামাজিক স্তরবিন্যাস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের জনক এ. কে. নাজমুল করিম ষাটের দশকের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নয়নপুর নামের একটি গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপর ইংরেজ শাসনের প্রভাব নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনায় ঐ গ্রামের জনসংখ্যাকে ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম এবং হিন্দুতে বিভক্ত করেন। আবার সমাজবিজ্ঞানী জাইদি কুমিল্লা জেলার রামনগর এবং আলীপুর গ্রাম দুটির সামাজিক স্তরবিন্যাস চিহ্নিত করেন ভূসম্পত্তি, শিক্ষা, বয়স এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

অধ্যাপক ফজলুল রশিদ খান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ধুলান্দি গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে গ্রামের জনগোষ্ঠীকে হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাগে ভাগ করেন। সাধারণত হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামের স্তরবিন্যাসে জাতি-বর্ণের প্রভেদ সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকে। হিন্দুপ্রধান গ্রামে সাধারণত ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেই জাতিভেদ বিদ্যমান। এর মধ্যে আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রও রয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে এ ধরনের জাতিভেদ পরিলক্ষিত হয় না। তবে মুসলমান প্রধান গ্রামগুলোতে বংশমর্যাদার একটি ব্যাপক ভূমিকা থাকে। স্বাধীনতাত্তোর সময়কালে ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী সামাজিক স্তরবিন্যাসের ওপর ঢাকা জেলার মেহেরপুর গ্রামে গবেষণা করে সামাজিক স্তরবিন্যাস চিহ্নিতকরণে 'মর্যাদা' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন এবং এর ভিত্তিতে গ্রামের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ভূমি, মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করেন।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

A. K. M. Aminul Islam তার 'A Bangladesh Village: Conflict, Cohesion, an Anthropological study of Politics' শীর্ষক গবেষণায় গ্রামীণ সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের তিনটি উপাদান চিহ্নিত করেছেন-

১. ভূমি মালিকানা-ভূমি মালিকানা ও ভূমিহীন।

২. জনপ্রতিনিধিত্ব-জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষ।

৩. ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ও পেশা-ইমাম, আলেম, মৌলভি, ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষ।

সুতরাং দেখা যায়, গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসে অনেক উপাদান সক্রিয় ভূমিকা রাখে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূমি, মর্যাদা ও ক্ষমতার গুরুত্ব সর্বাধিক। এসব উপাদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসের চিত্র নিচে উপস্থাপিত হলো-

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

১. ভূমিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস: বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের প্রধান সম্পদ হলো ভূমি। যে কোনো গ্রামে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই বলা যায় গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো ভূমি মালিকানা। কেননা কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজে ভূমিই প্রধান আর্থিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে চারটি শ্রেণি লক্ষ করা যায়। নিচে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক.ভূমি মালিক বা ধনী কৃষক: বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে ভূমির মালিক হলো উচ্চশ্রেণির অন্তর্গত এবং ক্ষমতাধর। তারাই গ্রামের সর্বোচ্চ ভূমির মালিক। তাদের মধ্যে আবার অনেকে বর্গাদারও, যারা ভাগ চাষিকে দিয়ে জমি চাষ করিয়ে থাকেন। এদের জমি সাধারণত ২৫ বিঘার উপরে হয়ে থাকে। তারা আর্থিকভাবেও অত্যন্ত সচ্ছল হয়।

খ. প্রান্তিক চাষি বা কৃষক: যেসব কৃষক নিজ জমিতে চাষাবাদ করে কোনোরকমে নিজেদের ভরণ পোষণ করে তারাই প্রান্তিক চাষি বা কৃষক। এরা নিজেদের জমিতে পরিশ্রম করে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা চালায়। প্রান্তিক ভূমির মালিকরা সাধারণত বর্গাদার হয় না। বি. কে. জাহাঙ্গীর ১০ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিককে প্রান্তিক কৃষক বলে উল্লেখ করেছেন।

গ. বর্গাদার চাষি বা কৃষক: বাংলাদেশের গ্রামসমাজে বর্গাদার চাষি বা কৃষকরা মধ্য শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। তারা ভূ-মালিকদের ভূমি বর্গাচাষি হিসেবে কাজ করে। তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই স্বল্প পরিমাণ ভূমির মালিক হয়। সহজ কথায় যেসব কৃষক সামান্য ভূমির মালিক এবং তার সাথে অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে তারাই বর্গাচাষি। বি. কে. জাহাঙ্গীরের মতে এ ধরনের কৃষকরা সাধারণত ৫ থেকে ১০ বিঘা জমির মালিক হয়।

ঘ. ভূমিহীন চাষি বা কৃষক: বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের অধিকাংশই এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হন। তারা অন্যের ভূমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। ভূ-মালিক এবং প্রান্তিক জমির মালিকদের আওতায়ই তারা কৃষিকাজে নিয়োজিত হন। এদেরকে কৃষি মজুরও বলা যায়। সহজ কথায়, যারা অন্যের ভূমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারাই কৃষি মজুর বা ভূমিহীন চাষী বা কৃষক।

২. মর্যাদাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস: বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসে মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রাম সমাজে মর্যাদা নির্ণীত হয় দুভাবে। যথা- ১. আরোপিত মর্যাদা ও ২. অর্জিত মর্যাদা। আরোপিত মর্যাদা প্রদানের প্রক্রিয়া এখনও বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। মর্যাদাভিত্তিক স্তরবিন্যাস হিন্দু-মুসলমান সমাজে আবার আলাদা হয়ে থাকে।

ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ প্রথার প্রভাবে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে আরোপিত মর্যাদার প্রথা এখনও অত্যন্ত সক্রিয়। হিন্দু সমাজে জাতি-বর্ণের প্রভাব মুসলমান সমাজের চেয়ে অধিক স্থিতিশীল। গ্রাম পর্যায়ের হিন্দু সমাজব্যবস্থা বর্ণভিত্তিক শ্রেণিভেদকে এখনও ধারণ করে চলে। হিন্দু সমাজে চার ধরনের শ্রেণির কথা জানা যায়, যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তবে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যেই মূলত রয়েছে প্রধান শ্রেণিবিভাগ। সাধারণত ব্রাহ্মণরা অধিক মর্যাদার অধিকারী এবং এরপরই কায়স্থরা অধিক মর্যাদা পায়। আর অন্যান্য জাতিবর্ণের হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার অধিকারী। তাদের মধ্যে পেশাগত ও বংশানুক্রমিক বর্ণ বিভাগও রয়েছে। যেমন- সাহা, রায়, ঘোষ, তালুকদার ইত্যাদি বংশানুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ এবং জেলে, নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার ইত্যাদি পেশাগত শ্রেণিবিভাগ। উক্ত পেশার লোকেরা কম মর্যাদাবান এবং নীচু শ্রেণির বলে গণ্য হয়।

৩. ক্ষমতাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস; বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হলো ক্ষমতা। বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এর ক্ষমতার ভিত্তিতেই গ্রাম সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করা যায়। গ্রাম সমাজের ক্ষমতাভিত্তিক স্তরবিন্যাসে দুটি দিক লক্ষ করা যায়-

ক. যেসব ভূমি মালিক বা বিত্তবান শ্রেণি প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে এবং

খ. যারা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

এ দু'শ্রেণির অন্তর্গত হন- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, সংসদ সদস্য, উপজেলা ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ, মোড়ল প্রমুখ। এ প্রেক্ষিতে ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে যে স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায় তা হলো-

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের স্তরবিন্যাসের ধারণা ও প্রকৃতি

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন ক্ষমতার ভিত্তিতে। তারা সাধারণত ভূমি মালিকদের ধনী পরিবারের সদস্য হয়ে থাকেন যারা বিত্ত ও প্রতিপত্তির প্রভাবে ক্ষমতাধর হন। তারা স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে সবসময়, যোগাযোগ রক্ষা করেন। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষদের সাথে সরকারের সম্পর্ক স্থাপনে তারা ভূমিকা রাখেন। গ্রামীণ যেকোনো বিচার কার্যক্রমেও তারা অংশ নেন।

২. গ্রামীণ মোড়ল বা মাতবর বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে মোড়ল বা মাতবরের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গ্রামীণ গণ্ডগোল বা বিশৃঙ্খলা মেটাতে তারাই প্রাথমিকভাবে ভূমিকা রাখেন।

৩. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ: এরা গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং ক্ষমতাধর গোষ্ঠী বা দলের সদস্য। সংসদ সদস্য, উপজেলা ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ এ স্তরের সদস্য। তারা গ্রামের যেকোনো ব্যাপারেই বেশ প্রভাব খাটাতে পারেন। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। গ্রামীণ রাজনীতিতে তাদেরকে চাপ সৃষ্টিকারী দলের সদস্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের স্তরবিন্যাস লক্ষ করা যায়। তবে শিক্ষা নগর মানসিকতার প্রসার ঘটায়। বর্তমানে গ্রামবাংলার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির বদলে প্রগতিশীল মনোভাবের প্রসার ঘটছে। এটি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে স্তরায়নের পরিবর্তনেও প্রভাব রাখছে।

শহর সমাজের স্তরবিন্যাস (Stratification of Urban Society)

বাংলাদেশের শহর সমাজের স্তরবিন্যাস গ্রামের স্তরবিন্যাসের চেয়ে অনেক আলাদা। শহরে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের উদার দৃষ্টিভঙ্গিই বাংলাদেশের শহুরে সমাজের স্তরবিন্যাসের প্রকৃতিকে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের শহরের সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পত্তির মালিকানা বা আয়, ক্ষমতা, শিক্ষা ইত্যাদির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বংশমর্যাদার মতো প্রথাবদ্ধ উপাদান বাংলাদেশের শহর সমাজের স্তরায়নে তেমন ভূমিকা রাখে না। নাগরিক জীবনপ্রণালি, ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ, কার্যক্রম ইত্যাদি উপাদানগুলো সামাজিক শ্রেণির ভিত্তিতেই বিভাজিত হয়।

শহর সমাজের স্তরায়নে যেসব বিষয় প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে সেগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

ক. সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস সম্পদের পরিমাণ এবং আয়ের ভিত্তিতে শহর সমাজে প্রধানত সামাজিক স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে। এর ভিত্তিতে বর্তমানে শহুরে সমাজে পাঁচটি শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো-

১. উচ্চবিত্ত: যারা শিল্পপতি, বৃহদায়তন ব্যবসার মালিক, বহুতলা বিশিষ্ট একাধিক বাড়ির মালিক এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ-প্রতিপত্তির অধিকারী তারাই শহরে উচ্চবিত্তের কাতারে পড়ে।

২. উচ্চ-মধ্যবিত্ত যারা অধিক আয়ে সক্ষম এমন পেশাদার শ্রেণিই উচ্চ-মধ্যবিত্ত হিসেবে গণ্য হয়। যেমন-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা ক্লিনিকের মালিক, আইন ব্যবসায়ী, প্রকৌশল ফার্মের মালিক, মাঝারি শ্রেণির ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তি।

৩. মধ্যবিত্ত: এ শ্রেণির আওতায় পড়ে সাধারণত শহরে বসবাসরত অধিকাংশ মানুষ। সীমিত আয়ের শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণিই মধ্যবিত্তের কাতারে পড়ে। শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, কবি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক ইত্যাদি পেশাধারী ব্যক্তিই এ শ্রেণির আওতাভুক্ত।

৪. নিম্ন-মধ্যবিত্ত: এ শ্রেণির মানুষেরা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের মাঝে অবস্থান করে। তাদের টানাটানির মধ্য দিয়েই দিনাতিপাত করতে হয় এবং আর্থিকভাবেও তারা পুরোপুরি সচ্ছল হয়ে উঠতে পারে না। এ ধরনের শ্রেণিতে পড়ে সাধারণ চাকরিজীবী, স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তি।

৫. নিম্নবিত্ত: শহর সমাজে নিম্নবিত্তদের জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত কষ্টের হয়। গার্মেন্টসকর্মী, শ্রমিক, দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, দারোয়ান প্রভৃতি মানুষই নিম্নবিত্ত শ্রেণির কাতারে পড়ে।

খ. শিক্ষার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস বাংলাদেশের শহর সমাজের স্তরবিন্যাসে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শহর সমাজে উচ্চশিক্ষিত নাগরিক বেশি দেখা যায়। কেননা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে মর্যাদাপূর্ণ পেশায় অধিষ্ঠিত হতে সকলকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। শিক্ষার তারতম্যের কারণেই শহরে নানা ধরনের পেশাদার তথা চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে ডিগ্রিধারীরা এখানে বেশি মর্যাদা পান। এরপরই বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অবস্থান। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতের পাশাপাশি শহরে স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরও উপস্থিতি রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আগত। এ ধরনের স্বল্পশিক্ষিত পেশাদার শ্রেণির মর্যাদা উচ্চশিক্ষিতদের তুলনায় কম হয়।

গ. ক্ষমতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস গর সমাজের স্তরবিন্যাসে ক্ষমতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। বাংলাদেশের শহর সমাজে ক্ষমতা তিনটি ক্ষেত্রে বণ্টিত হতে দেখা যায়। এগুলো হলো-

১. শাসক এলিট শাসক এলিট তারাই যারা শাসন ক্ষমতায় আসীন থাকে। তাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দক্ষতার সাথে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারে শাসক এলিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য।

২. অশাসক এলিট অশাসক এলিট বলতে বোঝায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকে যারা সরকারের সমালোচনা করে এবং আগামীতে ক্ষমতায় আসার অপেক্ষায় থাকে। যেমন- যেকোনো দেশের বিরোধী দল।

৩. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এরা দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে থাকে। এ শ্রেণির জনগোষ্ঠী নেতৃত্বের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন- মানবাধিকার সংস্থা, মহিলা আইনজীবী সমিতি ইত্যাদি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৭ বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ ও শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ ও শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ ও শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

ক্ষমতা হলো অন্যকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। আর কাঠামো হলো কোনো জিনিসের আন্তঃস্থিত উপাদানসমূহের পারস্পরিক সংযুক্তি। অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামো হলো ক্ষমতার বিভিন্ন প্রান্তে উপস্থিত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক। মানুষ প্রতিনিয়তই তার ক্ষমতা কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ তার ক্ষমতা তথা শক্তিকে পুরাপুরিভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। সরকারি কর্তৃপক্ষ, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, সংঘ এবং জীবনবোধ দ্বারা মানুষের এ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ক্ষমতার দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের আচার-আচরণও পরিবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ ক্ষমতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, ক্ষমতা বলতে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন - আনয়ন করার দক্ষতাকে বোঝায়। ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'Power: A New Social Analysis' নামক গ্রন্থে ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা হচ্ছে ক্ষমতা, সে অর্থে পদার্থবিজ্ঞানে শক্তি হচ্ছে একটি মৌলিক ধারণা। ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি আবার বিভিন্ন রকমের হয়। আর এ কাঠামো তৈরিতে ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন - উপাদান সক্রিয় হয়ে থাকে।

গ্রাম সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of the Power Structure of Village Society)

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণয়ে ভূমি, শিক্ষা, জেন্ডার, বংশমর্যাদা ইত্যাদি উপাদান অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল। বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট ৪৪টি গবেষণা পর্যালোচনা করে ১৯টি উপাদান পাওয়া গিয়েছে। এসব উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এসব উপাদানের ৬টি স্বাধীন চলক এবং ১৩টি নির্ভরশীল চলক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্বাধীন চলকগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১. ভূমির মালিকানা, ২. অর্থনৈতিক ব্যক্তি, ৩. সমাজে নেতৃত্ব, ৪. বৃহৎ বংশের নেতৃত্ব, ৫. জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও ৬. ব্যক্তিগত গুণাবলি। আর নির্ভরশীল চলকগুলো হলো- ১. রাষ্ট্রের সাথে যোগসূত্র, ২. ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্ব, ৩. রাজনৈতিক দলের সাথে যোগসূত্র, ৪, শহরের সাথে যোগসূত্র, ৫. শিক্ষা, ৬. গ্রামীণ কর্মসংস্থান পরিষদগুলোর নেতৃত্ব, ৭. আধুনিক প্রযুক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ, ৮. জনগণের একটি অংশের নেতৃত্ব, ৯. সন্তান সৃষ্টির সামর্থ্য, ১০. অর্থ ঋণ, ১১. সমবায় সমিতিসমূহের নেতৃত্ব, ১২. চাকরি ও ১৩. জনগণের সামষ্টিকতা। তবে এখানে গ্রাম সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণয়ে যেসব বিষয় বিবেচনাধীন সেগুলো নিম্নরূপ-

ক. ভূমি: গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম উপাদান হলো ভূমি। গ্রামীণ ক্ষমতার একটি স্বাধীন উপাদান হিসেবে ভূমি মালিকানা সব গবেষকদের দৃষ্টিতেই অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা ভূমি বাংলাদেশের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অন্যতম আর্থিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বলেই গ্রাম সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি গঠনে ভূমি সক্রিয় উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে। ভূমি গ্রামের ব্যক্তি ও পরিবারের সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। ফলে ভূমির মালিকানা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মানুষ প্রধানত দুভাবে ভূমির মালিক হতে পারে- ১. উত্তরাধিকার সূত্রে ও ২. স্বোপার্জিত উপায়ে।

বিশাল ভূমির মালিকানা বর্গাচাষি ও দিনমজুরদের একটি বৃহৎ অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এর থেকে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির অন্যান্য আয়ের পথকেও খুলে দেয়। গ্রামীণ সমাজে ভূমি একটি পরিবারের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে সহায়ক। গ্রামে যে পরিবারের প্রচুর জমি থাকে সে পরিবারের সন্তান উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে আসতে পারে এবং উঁচু সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করতে পারে। এতে উক্ত পরিবারের সামাজিক অবস্থান উন্নত হয়। তাই গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামো ভূমির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

খ. শিক্ষা: বর্তমানকালে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনে গ্রামীণ সমাজেও যথেষ্ট সচেতনতার প্রসার ঘটেছে। তাই অনেক পরিবারই ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজেও এখন একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে। তারাও এখন এলাকার স্থানীয় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত রয়েছেন। গ্রামের প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই সম্মান পেয়ে থাকেন। তবে শিক্ষার মান এবং পেশাভেদে এ মর্যাদা প্রাপ্তিতে তারতম্য দেখা যায়। শিক্ষার মানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে যে স্তরায়ন দেখা যায় তা হলো-

ক. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত (অষ্টম শ্রেণি পাস)

খ. মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত (এসএসসি/দাখিল পাস)

গ. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত (এইচএসসি/সমমানের মাদ্রাসা পাস)

ঘ. উচ্চ ডিগ্রিধারী (স্নাতকোত্তর/সমমানের উচ্চ ডিগ্রিধারী)

গ. জেন্ডার: 'জেন্ডার' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'লিঙ্গ'। তবে সাম্প্রতিককালে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি প্রথমে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যবহার করলেও বর্তমানে আধুনিক নারীবাদীরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে একে ব্যবহার করছেন। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী বা পুরুষভেদে আমাদের সামাজিক পরিচয়ের ভিন্নতা বোঝাতেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'জেন্ডার' হচ্ছে নারী ও পুরুষের সৃষ্ট প্রভেদ যার প্রণেতা হলো মানুষ। কাজকর্মের ক্ষেত্রে মানুষের জৈবিক কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। কিন্তু নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে মনুষ্যসৃষ্ট সমাজব্যবস্থা।

প্রখ্যাত নারী প্রবক্তা কমলা ভাসিন-এর মতে, সেক্স মানুষকে জৈবিকভাবে ছেলে ও মেয়ে হিসেবে তৈরি করে। কিন্তু জেন্ডার তাকে পুরুষ ও নারীতে পরিণত করে। জেন্ডার শব্দটি নারী ও পুরুষের ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে শুরু করে মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

জোয়ান ডব্লিউ স্কট জেন্ডার সম্পর্কে বলেন, "জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যে অনুভূত পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক সম্পর্কের উপাদান।"

বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ ও শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এখনও বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে নারী-পুরুষে প্রভেদ সৃষ্টি করছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো নির্ণয়ে জেন্ডার বৈষম্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কারণ এটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, নারীরা ক্ষমতাহীন এবং পুরুষরা ক্ষমতাবান। এখানে ক্ষমতার পার্থক্য হয়ে যায় গোষ্ঠীগত। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে নারীরা এখনও সবকিছুতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তারা যেমন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ তেমনি কর্মক্ষেত্রেও তাদের সবার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। এ কারণেই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতিতে জেন্ডার একটি সক্রিয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ পিছিয়েই থাকবে। তবে আশার কথা এই যে, ধীরে হলেও গ্রামীণ সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে যা ভবিষ্যতের জন্য সুফল বয়ে আনবে। আর এর জন্য তথ্য আদান-প্রদানের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

আবার কিছু পেশা বংশানুক্রমেও অনেকে পেয়ে থাকে যা তাদের ক্ষমতা নির্ণয়ে ভূমিকা রাখে। যেমন- জেলে, কামার, কুমার, ধোপা এরা সাধারণত বংশানুক্রমেই এ ধরনের পেশায় নিয়োজিত হয়। বংশমর্যাদার ভিত্তিতেই তাই সমাজে তাদের ক্ষমতা নির্ণীত হয় এবং তারা সকলের কাছে অবহেলার পাত্র হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে।

অপরদিকে, মুসলমান সমাজে চৌধুরী, মিয়া, ভূঁইয়া, কাজী, সৈয়দ, খান, খন্দকার, শেখ ইত্যাদি সামাজিক পদবিধারী ব্যক্তিগণ নিজেদের উচ্চশ্রেণির বা আশরাফ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। আর নিম্নশ্রেণির পেশাদাররা, যেমন-কৃষক, মাঝি, মজুর এদেরকে আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণির বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে আরও যেসব পদবি রয়েছে তাদের মর্যাদা গ্রামের সাধারণ জনসাধারণকেই নির্ধারণ করতে দেখা যায়।

ঘ. বংশমর্যাদা: বংশমর্যাদা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে পূর্বের মতো বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের স্তরবিন্যাসে বংশমর্যাদা তেমন গুরুত্ববহ বলে বিবেচিত হয় না। তবুও গ্রামভেদে এর উপস্থিতি এখনও লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় সাধারণত আরোপিত মর্যাদার ভিত্তিতেই ক্ষমতার কাঠামো নির্ণীত হয়। তবে সময়ের পরিবর্তনে গ্রাম সমাজেও অর্জিত মর্যাদার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে বংশমর্যাদার ক্ষেত্রে পদবি, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি অত্যন্ত সক্রিয় উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে। তবে এক্ষেত্রে ধর্মভেদের বিষয়টিও বিবেচ্য। হিন্দু সমাজে বংশমর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি মুসলমান সমাজে বংশমর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতির চেয়ে অনেক পৃথক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৮ শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

ক্ষমতা প্রত্যয়টি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শহর সমাজে স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে তথা ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা বা পরিমাণ, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সম্পত্তি: বাংলাদেশের শহর ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম প্রকৃতি হলো সম্পত্তি। সম্পত্তির ভিত্তিতে শহুরে সমাজের ক্ষমতা কাঠামোতে পাঁচটি শ্রেণি দেখা যায়। নিচে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. উচ্চবিত্ত: এরা হলো বাংলাদেশের শহরে বসবাসরত নাগরিক ধনিক গোষ্ঠী। এ শ্রেণির অন্তর্গত বিভিন্ন কলকারখানার মালিক, শিল্পপতি, পণ্য বিপণন ও সেবামূলক খাতের ব্যবসায়ী, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা একাধিক বাড়ির মালিক, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি, আমদানি রপ্তানিকারক প্রভৃতি।

২. উচ্চ-মধ্যবিত্ত এ শ্রেণির মধ্যে পড়েন অধিক আয় করেন এমন পেশাদার শ্রেণি। এ শ্রেণির অন্তর্গত মাঝারি শিল্পপতি, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী বিভিন্ন দক্ষ পেশাজীবী শ্রেণি প্রভৃতি।

৩. মধ্যবিত্ত: এ শ্রেণির মানুষেরা হয় সাধারণত সীমিত আয়ের শিক্ষিত চাকরিজীবী শ্রেণি। সাধারণ ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ছোট চাকরিজীবী, পেশাজীবী, কলেজ শিক্ষক, ব্যবসায়ী, উৎপাদক প্রভৃতি বাংলাদেশের শহর সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হয়।

শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

৪. নিম্ন মধ্যবিত্ত: এ শ্রেণির জনগণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মাঝামাঝিতে অবস্থান করে। নিম্নশ্রেণির চাকুরে, ছোট পুঁজির ব্যবসায়ী প্রমুখ এ শ্রেণির অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়। দৈহিক শ্রমলব্ধ আয়ের বদলে তারা দক্ষ শ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জনে অধিক সক্রিয় থাকে।

৫. নিম্নবিত্ত: নিম্নবিত্ত শ্রেণি বলতে বাংলাদেশের শহরে বসবাসরত দরিদ্র শ্রেণিদের বোঝায়। বাংলাদেশের শহর সমাজে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এদের বেশিরভাগেরই কোনো স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা নেই এবং কোনো স্থায়ী আবাসও নেই। এ কারণে তাদেরকে ভাসমান মানুষও বলে। এরা দিনমজুরি করে, রিকশা চালায়, ঠেলাগাড়ি টানে, ইট ভাঙে এবং আরও নানা ধরনের প্রচলিত-অপ্রচলিত শ্রমসংশ্লিষ্ট কাজ করে।

শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

শিক্ষা: বাংলাদেশের শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম প্রকৃতি হলো শিক্ষা। শহর সমাজে উচ্চশিক্ষিত নাগরিক বেশি দেখা যায়। কেননা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে মর্যাদাপূর্ণ পেশায় অধিষ্ঠিত হতে সকলকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। শিক্ষার তারতম্যের কারণেই শহরে নানা ধরনের পেশাদার তথা চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে ডিগ্রিধারীরা এখানে বেশি মর্যাদা পান। এরপরই বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অবস্থান। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতের পাশাপাশি শহরে স্বল্পশিক্ষিত মানুষেরও উপস্থিতি রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে আগত। এ ধরনের স্বল্পশিক্ষিত পেশাদার শ্রেণির মর্যাদা উচ্চশিক্ষিতদের তুলনায় কম হয়।

শহর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর প্রকৃতি

পেশা: বাংলাদেশের শহর সমাজে আমরা পেশার ভিত্তিতে ক্ষমতা কাঠামো দেখতে পাই। যেমন- আমলা ও সাধারণ চাকরিজীবী, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ ক্ষমতাধর চাকুরে, ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানার মালিক (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ), সেবামূলক (NGO) সংস্থার চাকুরে ইত্যাদি।

জেন্ডার: বাংলাদেশে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। ২০২২ সালের জনশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী পুরুষের সংখ্যা আট কোটি সতের লক্ষ বার হাজার আটশত চব্বিশ জন এবং মহিলার সংখ্যা আট কোটি তেত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত ছয় জন। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অনুপাত হলো ১০০: ৯৮।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ক্ষমতা নারীর তুলনায় বেশি হলেও বাংলাদেশের শহর সমাজে বসবাসরত নারীরা এখন যথেষ্ট অগ্রসর। বাংলাদেশের শহুরে নারী সম্প্রদায়ও এখন পুরুষের পাশাপাশি তাল মিলিয়ে চলছে। নারীদেরকে এখন বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশায় অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন সংসদীয় উপনেতা ও মন্ত্রিসভার বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদেও নারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বৈশ্বিক পর্যায়ে এ বিষয়টি ইতিবাচক স্বীকৃতিও লাভকরেছে। তবে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে নারীদের এ অংশগ্রহণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। ২০১১-১২ অর্থবছরে ২০টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে দেখা যায়, সচিবালয়ে কর্মকর্তা পর্যায়ে নারীর নিয়োগ নিম্নমুখী।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ০৯ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার দুটি ধরন হলো গ্রাম ও শহর। এদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও এদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার আন্তঃসম্পর্ককে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যুগের পরিবর্তনে বাংলাদেশেও নগরায়ণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে নগরায়ণের গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। এসব কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ থেকে অনেক মানুষ শহরের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। তবে গ্রামীণ সমাজেরও আলাদা একটি গুরুত্ব রয়েছে। কেননা বাংলাদেশের অধিকাংশই গ্রাম এবং এদেশের অর্থনীতি গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি রাজধানী শহরে এসে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। গ্রামের সম্পদ অনেকাংশে সীমিত। তাই গ্রামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান ততটা বেশি নয়। তবে শহরে ধনসম্পদ অর্জনের সুযোগ অনেক বেশি। তাই শহরে একেবারে দরিদ্র, বিত্তহীন এবং উচ্চবিত্ত ও ধনী নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের ফারাক অনেক বেশি। আবার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি অবস্থাও গ্রাম ও শহরে আলাদা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে রয়েছে হাজার বছরের পুরনো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আবার বাংলাদেশের শহরে সংস্কৃতিতে আধুনিক ও সনাতন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্কেরই পরিবর্তনের ধারা নির্ণীত হয়। এদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাই উক্ত দুই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখছে। তবে শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত প্রকট হলেও গ্রাম সমাজে ঠিক ততটা নয়। এ কারণেই উভয় সমাজে পরিবর্তনের ধারা, ভিন্নরূপে সূচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজের আন্তঃসম্পর্ক এবং পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামে পরিবর্তনের ধারাও ভিন্ন রকম। শহরে দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হয় এবং গ্রামে হয় ধীরে ধীরে। তবে বর্তমানকালে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের বদৌলতে বাংলাদেশের শহুরে সংস্কৃতির পরিবর্তন গ্রামেও প্রভাব রাখছে। বাংলাদেশের শহর সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বদৌলতে নানাক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। ফলে পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, খাদ্যাভ্যাস, পারিবারিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন আসছে। আর শহরবাসী এ পরিবর্তনকে সহজে মেনেও নিচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের শহর সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। অপরদিকে, গ্রামে ধীরে হলেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগছে। কেননা শহরবাসী যখন গ্রামে যাচ্ছে তখন শহুরে সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসছে গ্রামবাসী। ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ সংস্কৃতিতেও পরিবর্তনের ধারা সূচিত হচ্ছে। বাড়িঘর, পোশাক পরিচ্ছদ, জীবনপ্রণালি ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় বর্তমান গ্রাম সমাজে। কেননা বাংলাদেশের গ্রাম সমাজও এখন শহর সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। তারাও শহরবাসীর মতো নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। আর এসব কিছু মিলিয়েই বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন আসছে। সময়ের পরিবর্তনে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে শিক্ষার হার বেড়েছে এবং জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ১০ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ

বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের অবস্তুগত সংস্কৃতি বাংলাদেশের গ্রাম সমাজে অনেকটা প্রাচীনপন্থি এবং শহর সমাজে আধুনিকতামণ্ডিত।

বাংলাদেশের গ্রামের রীতিনীতি ঐতিহ্যবাহী। এখানে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হয়। যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানও এখানে ঐতিহ্যগতভাবে পালিত হয়। গ্রামীণ সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের আদান-প্রদান অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এখানে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব এখানে মহাসমারোহে পালিত হয়। পুঁথি পাঠ, পালাগান ইত্যাদি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। গ্রামীণ সমাজের রীতিনীতি ও বিশ্বাসে বাঙালির পুরনো ঐতিহ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় গৃহীত হয়ে থাকে। এখানে ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবলভাবে গড়ে তোলা হয়। আর গ্রামীণ সমাজের জ্ঞাতিদের কাছ থেকেই ব্যক্তি তার জীবনের শিক্ষা লাভ করে। এর যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে তেমনি রয়েছে নেতিবাচক প্রভাবও। এসব কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে মানুষের মাঝে অনুদার ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধই তাদের অনন্যতা দান করে।

অপরদিকে, বাংলাদেশের শহর সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গ্রাম সমাজের চেয়ে অনেক আলাদা। শহরবাসীর জীবনযাত্রা যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল তেমনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশের শহুরে সম্প্রদায় আধুনিক, সংস্কারমুক্ত এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। শহরবাসীর জীবনে ধর্মীয় প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম লক্ষ করা যায়। ধর্মকে তারা একটা আনুষ্ঠানিক বিষয় বলে গণ্য করে। ধর্মীয় বিধিনিষেধ এখানে ততটা কার্যকর নয়। সামাজিক প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো শহর সমাজের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না। এখানে ব্যক্তি নিজস্ব খেয়াল খুশিতেই পরিচালিত হয়। গ্রামীণ সমাজের সকলের মধ্যে যে ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা শহরবাসীর মধ্যে লক্ষ করা যায় না। তাই এখানে পিতামাতার শিক্ষাই গড়ে তোলে সন্তানের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। মূলত শহর সমাজের নিজস্ব কোনো রীতিনীতি নেই। এখানে সবকিছুই আনুষ্ঠানিক ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ যা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে অনুপস্থিত। এ কারণেই বাংলাদেশের গ্রাম ও শহর সমাজে রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস ও মূল্যবোধে যথেষ্ট ভিন্নতা লক্ষণীয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ১১ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

কবির মিঞা ও ফারুক সাহেব বাল্যবন্ধু। কবির মিঞা আজও পিতৃভিটায় মাটির ঘরে বসবাস করেন। পেশায় তিনি কৃষক। ফারুক সাহেব সচিবালয়ে চাকরি করেন। বহুদিন পর ফারুক সাহেব বাল্যবন্ধু কবির মিঞার বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। উঠানে গোলার পাশে বসে দুই বন্ধু গল্প করছেন। একপর্যায়ে ফারুক সাহেব বলেন, তোমাদের গ্রামের প্রায় ঘরে বিদ্যুৎ, রেফ্রিজারেটর, স্যাটেলাইট টিভি সংযোগ ও ইন্টারনেট সুবিধা বিদ্যমান, যা আধুনিকতার বহিঃপ্রকাশ।

ক. মধ্যবিত্ত শ্রেণি কারা?

খ. গ্রামীণ সমাজে গতিশীলতা তুলনামূলক কম কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কবির মিঞা ও ফারুক সাহেব প্রত্যেকে যে সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, উভয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

ঘ. তোমাদের জীবনযাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এ উক্তির আলোকে কবির মিঞার সমাজব্যবস্থায় বর্তমানে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষণীয় তা বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২২; চ. বো, '২২; সি. বো. '২২; ব. বো, '২২; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উচ্চ বংশের নসু চৌধুরীর পরিবারের তিন প্রজন্ম শোভনপুর গ্রামের বিচার সালিশের দায়িত্ব পালন করে আসছে। তবে এখন এ কাজে চৌধুরী পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। কিছুদিন আগে নসু চৌধুরীকে নিজের ভূমি বিরোধ মীমাংসার জন্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের তরুণ নেতার সাহায্য নিতে হয়েছে।

ক. প্রান্তিক কৃষক কারা?

খ. নগরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অকৃষিজ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে চৌধুরী পরিবারের ভূমিকা গ্রামীণ ক্ষনতা কাঠামোর কোন উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বর্তমান পরিস্থিতি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনশীলতা নির্দেশ করে বিশ্লেষণ কর।

[য. যো. '২১; ফু. বো. '২১: চ. বো. '২১ সি. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬– বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে সমাজ

টপিক – ১২ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১.মানবসভ্যতার প্রাচীনতম সমাজব্যবস্থা হলো-

ক. আধুনিক সমাজ খ. শিল্প সমাজ গ. গ্রামীণ সমাজ ঘ. শহুরে সমাজ

২. গ্রামীণ সমাজকে সনাতন বলা হয় কেন? [সকল বোর্ড '২১]

ক. জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য বেশি বলে খ. সেখানে সামাজিক গতিশীলতা বেশি

গ. ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতিতে গ্রামবাসী অভ্যস্ত ঘ. শহরের সাথে গ্রামের ব্যাপক যোগাযোগ

৩. পল্লি অঞ্চলকে একটি পাড়া-প্রতিবেশী বলে উল্লেখ করেছেন-

ক. কার্ল মার্কস খ. কোলব ও ব্রনার

গ. মিল ঘ. ম্যান্ডারসন

৪. গ্রামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কোনটি? [সকল বোর্ড '২৩]

ক. অণুপরিবারের আধিক্য খ. জ্ঞাতি সম্পর্কের গুরুত্বহীনতা

গ. আবাসন সমস্যা ঘ. কৃষিনির্ভর অর্থনীতি

৫. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়-

ক. ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে খ. রাজনীতিকে কেন্দ্র করে

গ. কৃষিকে কেন্দ্র করে ঘ. শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়? [সকল বোর্ড '১৮]

ক. একক পরিবার
খ. যৌথ পরিবার
গ. মাতৃতান্ত্রিক পরিবার
ঘ. নয়াবাস পরিবার

৭.বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে কয় শ্রেণির লোকের অস্তিত্ব লক্ষণীয়?

ক. পাঁচ শ্রেণির
খ. দুই শ্রেণির
গ. তিন শ্রেণির
ঘ. এক শ্রেণির

৮. গ্রামীণ সমাজে ঐতিহ্য ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়- [সকল বোর্ড '২৩, '১৭)

ক. জ্ঞাতি সম্পর্কের জন্য
খ. সহানুভূতির জন্য
গ. সহজ-সরল মানুষের জন্য
ঘ. যৌথ পরিবারের জন্য

৯. মহাজনি দাদন ব্যবসায় কী?

ক. কম সুদে ঋণ নেওয়া
খ. উচ্চসুদে ঋণ নেওয়া
গ. সুদবিহীন ঋণ নেওয়া
ঘ. ঋণ মওকুফ হয়ে যাওয়া

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০. শহরে কী ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়? [সকল বোর্ড '২১]

ক. যৌথ খ. বর্ধিত গ. একক ঘ. মাতৃসূত্রীয়

১১. বাংলাদেশের কোন সমাজে গতিশীলতা বেশি?

ক. গ্রামীণ সমাজে খ. শহুরে সমাজে গ. পল্লি সমাজে ঘ. সনাতন সমাজে

১২.'ট্যাবু' প্রথা বলতে কী বোঝায়? [সকল বোর্ড '১৮]

ক. সামাজিক বিধিনিষেধ খ. ধর্মীয় বিধিনিষেধ

গ. আইনগত বিধিনিষেধ ঘ. পারিবারিক বিধিনিষেধ

THANK YOU